ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৭০৩

আগরতলা, ৪ নভেম্বর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘এখনও সরকারী সাহায্য পাননি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষিরা’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি মৎস্য দপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে দপ্তরের অধিকর্তা জানিয়েছেন, গন্ডাতুইসার ফিসারী সুপারিনটেনডেন্ট থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে গন্ডাতুইসা মহকুমায় ভয়াবহ বন্যার পর মোট ২৩০ জন মৎস্যচাষির মধ্যে ৪,৭২,০০০টি মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে। দপ্তরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২৪-২৫) এবং প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনার আওতায় এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার অন্তর্গত মৎস্য সহায়ক যোজনায় ৪০০ জন মৎস্যচাষিকে ৬,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৬২ জন। বাকি ৫৬২ জন মৎস্যচাষিকেও এই সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। গন্ডাতুইসা মহকুমার ১,৮৬৮ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য ১৩.৬৮৮ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে এবং সেই টাকা সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে ডিবিটি-এর মাধ্যমে প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এনডিআরএফ থেকে অর্থ পাওয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ত্রাণ বাবদ সাহায্য দেওয়াও শুরু হবে। তাছাড়া আর্থ সামাজিকভাবে দুর্বল মৎস্যচাষিদের জীবিকা ও পুষ্টি সংক্রান্ত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য গন্ডাতুইসা মহকুমাকে ১০৩.৩২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। এতে ৩,৪৪৪ জন মৎস্যজীবি উপকৃত হবেন। তাই বন্যা ত্রাণের অর্থ তছরূপ করার সংবাদ অসত্য। বন্যা ত্রাণের অর্থ গন্ডাতুইসা এসএফকে সম্প্রতি দেওয়া হয়েছে এবং এই অর্থ বন্টনের প্রক্রিয়া এখনো চলছে। মৎস্য দপ্তর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষিদের তালিকা তৈরি করেছে এবং সমস্ত নিয়ম মেনে এই অর্থ তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে বন্টন করে দেওয়া হবে। তাই সংশ্লিষ্ট সংবাদটি সত্য নয় এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পরিবেশিত হয়েছে।

****